স্কুলে স্কুলে ইচ্ছেমতো ফি আদায়

- চাপানো হচ্ছে নোট-গাইড
- উদাসীন মাঠ প্রশাসন
- বন্ধে চিঠি দিয়েছে মন্ত্রণালয়

রাকিব উদ্দিন

মাঠ প্রশাসনের উদাসীনতায় সারাদেশে স্কুলে চলছে ইচ্ছেমতো ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও বাড়তি ফি আদায়। ভর্তি কার্যক্রমে যথাযথভাবে প্রযুক্তির ব্যবহারও করা হচ্ছে না। পাঠ্যবইয়ের বাইরে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে নোট-গাইড বই। এ নৈরাজ্য বন্ধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ,তা বন্ধে বিভাগীয় কমিশনার, ডিসি ও ইউএনওদের নির্দেশ দিয়েছে।

যদিও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ নৈরাজ্যের জন্য মাঠ পর্যায়ের শিক্ষক নেতা ও শিক্ষা কর্মকর্তারা অনেকাংশে দায়ী। তাদের যুক্তি হলো- তৃণমূলের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তা প্রয়োজন হতো না।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিতে শিশুদের কাছ থেকে কোন ফি আদায় করা হয় না। নেয়া হয় না কোন বেতন ও উন্নয়ন ফি। সরকার ২০১২ সাল থেকে নতুন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন বন্ধ রেখেছে। কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যক্তি সরকারের অনুমোদন ছাড়াই বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে ইচ্ছেমতো ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে। তারা এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ফি আদায় করছে বলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দেশব্যাপী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়/কিন্ডার গার্টেন ও প্রিপারেটরি স্কুলগুলো সরকারি নিয়ম মানছে না। ভর্তি ফি আদায়ে চলছে স্বেচ্ছাচারিতা। ন্যূনতম অবকাঠামো সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও নিয়মনীতি উপেক্ষা করে ভর্তি করছে ছাত্রছাত্রী। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে নিষিদ্ধ নোট-গাইড বই। এগুলো কিনতে অভিভাবকদের গুনতে হচ্ছে বাড়তি খরচ।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'ভর্তি বাণিজ্য ও নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের ব্যবসা চলে শহর এলাকায়। গ্রামাঞ্চলের স্কুলে ভর্তি বাণিজ্যের কোন অভিযোগ আমাদের কাছে আসে না। আর শিক্ষক নেতারা এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছে বলে আমাদের জানা নেই।'

এ ব্যাপারে ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহিন আরা বেগম সংবাদকে বলেন, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিতে টাকা নেয়ার কোন সুযোগ নেই। যারা শিশুদের কাছ থেকে বাড়তি ফি আদায় করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে।' তিনি জানান, মিলাদ মাহফিলের নামে শিশুদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে লালবাগের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নোট স্কুলে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১